কলিকাতা হাইকোর্টে

সাধারণ আদিম দেওয়ানি এক্তিয়ার
বাণিজ্যিক বিভাগ
টিটাগড় ওয়াগন লিমিটেড
বনাম
ইউনিকাফ এবং অন্য

মাননীয় বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর সমক্ষে
আইএ নং: সিএস/২৫৮/২০১৯ এর সাথে জিএ/০২/২০২০
শুনানির তারিখঃ ১৭. ১১. ২০২২, ২৫. ১১. ২০২২ এবং ১২. ১২. ২০২২
আদেশদানের তারিখঃ ০৪. ০১. ২০২৩

উপস্থিতিঃশ্রী জিষ্ণু সাহা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, শ্রী সায়ন্তন বসু, অ্যাডভোকেট, মিস মধুরিমা দাস, অ্যাডভোকেট, শ্রীমতী অঙ্কিতা চৌধুরী, অ্যাডভোকেট... বাদীর পক্ষে।

শ্রী কৃষ্ণা রাজ থ্যাকার, অ্যাডভোকেট, শ্রীমতী নন্দিনী খৈতান, অ্যাডভোকেট, শ্রী শ্রিঞ্জয় ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট, শ্রী জোভেরিয়া সাব্বাহ, অ্যাডভোকেট, শ্রী সৌনক মিত্র, অ্যাডভোকেট, মিস শ্রেয়া সিং, অ্যাডভোকেট .....বিবাদীগনের পক্ষে

আদেশঃ ১ নং বিবাদী পক্ষ লেটারস পেটেন্ট, ১৮৬৫-র ১২ ধারার অধীনে বাদীকে প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাহার এবং বাদীর দায়ের করা মামলাটি গ্রহণ করার এই আদালতের কোনও এক্তিয়ার নেই এই কারণে বাদীপত্র ফেরতের জন্য ২০১৯-এর সিএস নং ২৫৮-এর অধীনে ২০২০-র জি. এ. নং ২ বর্তমান আবেদন দাখিল করেছেন।

বাদী নিম্নলিখিত স্বস্তি চেয়ে বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেঃ

"২. বাদী ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের আদেশ ২ নিয়ম ২ এর আওতায় এবং ১৮৬৫ সালের লেটারস পেটেন্টের ১২ নম্বর ধারার আওতায় অনুমতি চেয়ে উপরোক্ত মামলাটি দায়ের করে নিম্নলিখিত স্বস্তি দাবি করেছেন।

উপরের ২৫ অনুচ্ছেদে বিবাদীর বিরুদ্ধে ২৭, ৯২, ২১, ৮২২. ২৮ টাকা সমমূল্যের ৩৫, ২৬, ৮৬৪ ইউরো প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(খ).২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ৯, ২১, ৪৩, ২০১. ৫৫ টাকার সমমুল্যের ১১, ৬৩, ৮৬৫. ১২ ইউরো সুদের জন্য ডিক্রি জারি করতে হবে।

(গ) ২৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫৮, ৯৮, ৫৭, ৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য ১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি।

(ঘ) বিকল্পভাবে, বিবাদী নং ১-এর লঙঘন ও খেলাপের ফলে বাদীর ক্ষয় ও ক্ষতির বিষয়ে তদন্ত করা এবং উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে বকেয়া এবং প্রদেয় আর্থিক অঙ্কের জন্য ডিক্রি জারি করা।

গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে ১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে আলোচনার পর ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ আফ্রিকার বুর্কিনা ফাসোর সঙ্গে ডি'এল্ভইরকে সংযুক্ত করে সিটারেলের রেল নেটওয়ার্কে কন্টেনার পরিবহণের জন্য মেট্রিক ট্র্যাক যুক্ত ১০০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য ২ নং বিবাদীকে ক্রয় আদেশ জারি করেছিল।

এই ক্রয় আদেশ পাওয়ার পর ২ নং বিবাদী, বাদীকে প্রতি ওয়াগন পিছু ৪৩, ৯২০. ৮০ ইউরো মূল্যের হিসেবে মোট ৪৩,৯২০৮০ মূল্যের ওয়াগন বহনকারী ১০০ কন্টেনার উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য গত ৭ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ব্যাক-টু-ব্যাক ক্রয় আদেশ জারি করে যা বাদীর কর্মক্ষেত্রে পরিদর্শন সাপেক্ষে জাহাজ পরিবহনের মাধ্যমে এফ ও বি, কলকাতাকে সরবরাহ করার ছিল।

বিবাদী পক্ষ নং-১-এর পক্ষ থেকে গত ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে জারি করা ক্রয় আদেশটি ২২. ০৬. ২০১৭ তারিখের একটি নথি দ্বারা সংশোধন করা হয়, যেখানে ডেলিভারি শিডিউল পুনরায় নির্ধারণ করা হয় এবং ২৩. ১০. ২০১৭ তারিখে ডেলিভারি শিডিউল পুনরায় নির্ধারণ করে আরও সংশোধন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

এ। প্রথম পর্যায়ে ৩০টি ওয়াগন এফওবি কলিকাতাকে ৩১. ১০. ২০১৭ তারিখের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হবে, যার রিশেপশন এক্স ওয়ার্ডস ২৩শে অক্টোবর ২০১৭ এর পূর্বে হতে হবে।

বি. দ্বিতীয় ব্যাচের ৩০টি ওয়াগন ৩১. ১০. ২০১৭ তারিখের মধ্যে কলিকাতা এফওবি-তে পৌঁছে দেওয়া হবে, রিসেপশন এক্স ওয়ার্কস ২১ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের আগে পাঠানো হবে।

সি। তৃতীয় ব্যাচের ৪০ টি ওয়াগন ৩০. ১২. ২০১৭-র আগে তৈরি করা হবে এবং যা বিবাদী নম্বর ১ এফওবি কলিকাতা ৬০ দিন আগে জানানো কোন তারিখে গ্রহন করবে এবং যা ২২.০৬.২০১৯-এর মধ্যেই হতে হবে।

গত ২২শে জুন, ২০১৭ এবং ২৩শে অক্টোবর, ২০১৭ তারিখের উপরোক্ত সংশোধনীর অনুলিপি এবং তার লেনদেনগুলি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং যথাক্রমে 'সি' এবং 'ডি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

২০১৬'র ডিসেম্বরের ৭ তারিখ ২ নং বিবাদীর পক্ষ থেকে বাদীকে যে ক্রয় আদেশ দেওয়া হয়েছিল, প্রথমে তা সংশোধন করা হয় ২০১৭'র ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং পরে ১৭ই নভেম্বর ২০১৭ তারিখে , ২০১৭'র ডিসেম্বরের ৭ তারিখের ক্রয় আদেশে নির্ধারিত সরবরাহের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ক্রয় আদেশ অনুযায়ী, বাদী ওয়াগন তৈরির কাজ শেষ করে এবং ২ নং বিবাদীকে যথাযথভাবে অবহিত করেছিলেন।২ নম্বর বিবাদী পক্ষ ওয়াগন পরিদর্শনের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিদর্শনকারী এজেন্সি ব্যুরো ভেরিটাসকে নিযুক্ত করে এবং সেই অনুসারে ওয়াগন পরিদর্শনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার হিন্দ মোটরে পরিদর্শন করা হয় এবং পরিদর্শনের পর, এটি প্রত্যয়িত করা হয় যে এটি ৭. ১২. ২০১৬ তারিখের ক্রয় আদেশে

অন্তর্ভুক্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে।বাদী ২ নং বিবাদীর কাছ থেকে প্রাপ্ত ৮৭৮৪. ১৬ ইউরো অগ্রিম সমন্বয় করার পর ২ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে চালান পেশ করেছিলেন।বন্দরে ওয়াগন পরিবহনের প্রস্তুতি চলাকালীন ২ নং বিবাদীর পক্ষ থেকে বাদীকে জানানো হয় যে, ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ ওয়াগনে আরও পরীক্ষা চালাতে চান।যেহেতু অতিরিক্ত পরিদর্শনের জন্য এই ধরনের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং সেই অনুসারে বাদী এই বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু বিবাদী নম্বর ২ বাদীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওয়াগনগুলির গুণমান সম্পর্কিত অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব বা বিতর্ক এড়াতে বিবাদী নম্বর ১ দ্বারা আরও পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হোক।১৮. ০১. ২০১৮ তারিখে আচমকাই ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ ওয়াগনে কিছু ত্রুটি থাকার বিষয়ে ২ নম্বর বিবাদীকে অবহিত করেন এবং এও জানান যে, ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ তা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছেন এবং জাহাজের চার্টারিং এবং লোডিং সহ সরবরাহের প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছেন।যেহেতু বিবাদী কোন জাহাজ মনোনীত বা চার্টার করতে বা বাদীর উৎপাদিত ওয়াগন সরবরাহ গ্রহন করার জন্য আর কোন পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করেছিল, তাই বাদী ওয়াগন মূল্যের বাকি ৮০% পুনরুদ্ধার করতে অক্ষম হয়েছিলেন যা ছিল ৩৫, ২৬, ৮৬৪ ইউরো এবং সেই অনুসারে বাদী বর্তমান মামলা দায়ের করেছিলেন।

বাদী পক্ষের আইনজীবী শ্রী জিষ্ণু সাহা দাখিল করেন যে, ২ নম্বর বিবাদী বাদীর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক সংস্থা ছিল এবং ২০১৬-র আগস্ট মাসে ২ নং বিবাদী বাদীর পক্ষ থেকে ১ নম্বর বিবাদীর সঙ্গে মেট্রিক ট্র্যাক যুক্ত ১০০টি ফ্ল্যাট ওয়াগন তৈরি ও সরবরাহের জন্য আলোচনা শুরু করে।

শ্রী সাহা আরও দাখিল করেন যে ১ নম্বর বিবাদী জানত যে ২ নম্বর বিবাদী ওয়াগন তৈরি করতে সক্ষম নয় এবং ২ নম্বর বিবাদী বাদীর সম্পুর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা এবং বাদী পক্ষের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে এবং সেই অনুসারে ২ নং বিবাদীকে ক্রয় আদেশ দেওয়া হয় এবং ২ নংবিবাদী সেটি বাদীর সমক্ষে পেশ করে।

শ্রী সাহা আরও পেশ করেন যে, ক্রয় আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২ নংবিবাদী এফওবি, কোলকাতায় ১০০ টি ওয়াগন সরবরাহ করবে, যার নির্ধারিত মূল্য প্রতি ওয়াগন ৪৯,৯১০ ইউরো।তিনি আরও জানান, শর্ত অনুযায়ী এফওবি, কোলকাতায় ওয়াগন প্রাপ্তির সাপেক্ষে চালান পেশ করার পর ৭৫ শতাংশ পেমেন্ট দেওয়া হবে।তিনি আরও পেশ করেন যে বাদী ২ নং বিবাদীর খরচ এবং ঝুঁকির সাপেক্ষে তার কোলকাতার কারখানা থেকে ওয়াগন কোলকাতা বন্দরে এফ ও বি কলকাতায় নিয়ে আসবেন।

মিঃ সাহা পেশ করেন যে, ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ১৯ ও ২০ নম্বর ধারা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ‘প্যারিস কমার্স আদালত’ ‘উভয় পক্ষের বাসস্থানের নির্বাচন’-এর পরিপ্রেক্ষিতে, উভয় পক্ষের প্যারিসে কার্যালয় রয়েছে, কিন্তু এই ধারাটি বাদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ বাদী প্যারিসের বাসিন্দা নন এবং প্যারিসে তাঁর কোনও কার্যালয়ও নেই।

শ্রী সাহা পেশ করেন যে হুগলির হিন্দ মোটর-এ অবস্থিত বাদীর কারখানা এবং বাদীর অফিস কোলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এবং তাই এই আদালত বাদী দ্বারা দায়ের করা মামলাটি গ্রহণ করার এক্তিয়ার পেয়েছে।

১ নম্বর বিবাদীর কৌঁসুলি শ্রী কৃষ্ণ রাজ থ্যাকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বাদীর দায়ের করা মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়, কারণ ক্রয় আদেশে ফোরাম নির্বাচনের একটি ধারা রয়েছে, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই মাননীয় আদালত নয়, প্যারিস কমার্স আদালতের এই মামলা গ্রহণ করার এক্তিয়ার রয়েছে।মিঃ থ্যাকার ১ নংবিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ১৯. ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে ফোরাম নির্বাচনের উল্লেখ রয়েছে।

মিঃ থ্যাকার পেশ করেছেন যে ১ নং বিবাদী এবং ২ নংবিবাদী একটি চুক্তিতে প্রবেশ করেছে যেখানে একটি নির্দিষ্ট ফোরাম নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বাদী চুক্তিটি কার্যকর করার চেষ্টা করছেন তবে বাদী এর বিধান দ্বারা আবদ্ধ।

মিঃ থ্যাকার আরও বলেন যে, ১ নম্বর বিবাদী ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রের উপযুক্ত আইনের অধীনে নিবন্ধিত একটি সংস্থা এবং এই আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে ফ্রান্সের ৩১-৩২, কোয়াই ডি ডিয়ন বুটন, ৯২৮০০ পুতেয়াক্স এ নিবন্ধিত কার্যালয় রয়েছে এবং ১ নম্বর বিবাদীর ভারত বা কোলকাতায় কোনও অফিস বা প্রতিষ্ঠান নেই।

মিঃ থ্যাকার আরও বলেন যে বাদী ২ নংবিবাদী্র বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার দাবি করেননি এবং তাই অভিযোগপত্রে যে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং ১ নং বিবাদীকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

মিঃ থ্যাকার আরও পেশ করেছেন যে লেটারস পেটেন্টের ১২ দফা অনুযায়ী অনুমতি মঞ্জুর করার পক্ষে যুক্তি দেখানোর জন্য অভিযোগপত্রে কোনও আবেদন করা হয়নি এবং এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে কোনও কারণ উত্থাপিত হয়নি।তিনি আরও পেশ করেন যে বাদী ফোরাম সিলেকশন দফা দ্বারা আবদ্ধ, যা স্পস্তভাবে প্যারিসের বাণিজ্যিক আদালতে বিরোধের বিচার স্থির করে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের বক্তব্য শুনেছি এবং নথিতে দস্তাবেজের প্রাপ্যতা বিবেচনা করেছি।

বর্তমান আবেদনের একমাত্র প্রশ্ন এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে বিবাদীদের বিরুদ্ধে বাদীর এই মামলার কোনও কারণ রয়েছে কিনা।

১ নং এবং ২ নং বিবাদীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির কয়েকটি ধারা এই বিতর্কের সমাধানের জন্য বিবেচনা করে দেখা হবে।

চুক্তির ১৯ নম্বর ধারা নিম্নরূপ:

১৯. ১ এই চুক্তি ফরাসী আইনের আওতাধীন।

১৯. ২ পক্ষগণ এই চুক্তি থেকে উদ্ভূত যে কোন মতবিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসার চেষ্টা করবে এবং যে কোন মীমাংসা অবশ্যই পক্ষগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত মীমাংসালিপিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৯. ৩ দুই পক্ষের মধ্যে যদি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে না ওঠে, তা হলে প্যারিসের বাণিজ্যিক আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়ায় এই মতবিরোধের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রায় দেওয়া হবে।

ধারা ২০ঃ এক্তিয়ার

এই চুক্তি এবং পরবর্তী নথিপত্র পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি পরিষেবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানাটি বেছে নেয়।

উৎপাদনকারী বিক্রেতা তার প্রধান কার্যালয়ে উপরোক্ত নাম উল্লেখ করেছেন। ক্রেতার প্রধান কার্যালয়ের নাম উপরে উল্লিখিত।

অভিযোগপত্রের ৩০ অনুচ্ছেদে বাদী মামলার কারণ বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নরূপঃ

" বাদীর পূর্বতন নথিভুক্ত কার্যালয় কোলকাতার ১১৩, পার্ক স্ট্রিটে এবং কারখানা হুগলির হিন্দ মোটরে, যা মাননীয় এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকায় মামলার কারণ সৃষ্ট হয়েছে এবং ১ নম্বর বিবাদীর ঠিকানা ফ্রান্সে, যা উক্ত এখতিয়ারের বাইরে হিসেবে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।সুতরাং, বাদী এই মাননীয় আদালতে এই মামলা দায়ের করার জন্য লেটার্স পেটেন্টের ১২ ধারার অধীনে অনুমতি চাইতে এবং আবেদন করতে পারেন।যেহেতু বাণিজ্যিক আদালত আইনের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাক-মামলা শুরুর মধ্যস্থতা এবং নিষ্পত্তির কোনও ব্যবস্থা নেই, তাই বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে এ-অধ্যায়ের কোনও প্রয়োগ নেই।"

২০১৬-র ২১ সেপ্টেম্বর বার্লিনে এক আলাপ-আলোচনার পর ১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে বিবাদী নং ২ বিবাদী নং ১ কে ১০০টি ওয়াগন সরবরাহ করতে সম্মত হয়।

এই চুক্তিতে বিবাদী পক্ষ ১ নম্বর এবং বিবাদী পক্ষ ২ নম্বর এই মর্মে সম্মত হয়েছেন যে, ওয়াগনের উৎপাদন ও বিক্রয় এফওবি কলিকাতায় হবে এবং বিবাদী পক্ষ ২ নম্বর এই মর্মে সম্মত হয়েছেন যে, এই ওয়াগনটি ভারতের কলিকাতায় অবস্থিত টিটাগড় কারস এএফআর-এ তৈরি করা হবে।

বাদীর সুনির্দিষ্ট মামলা হল যে, ১ নং বিবাদী এই তথ্য সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন যে, ২ নং বিবাদী বাদীর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থা এবং তিনি বাদীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করছিলেন।

১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যে, বিবাদী নং ২ , বাদীর এজেন্ট হিসেবে ১ নম্বর বিবাদীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন।এও উল্লেখ করা হয়নি যে বাদী, ২ নম্বর বিবাদীর পক্ষ থেকে এই ওয়াগন তৈরি করবে ।চুক্তিপত্রে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এফওবি কোলকাতায় উৎপাদন ও বিক্রয় পরিচালিত হবে।চুক্তির ২. ২ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে:

"২.২.এই গাড়িগুলি ভারতের কলিকাতায় অবস্থিত টিটাগড় কার্স এএফআর কারখানায় তৈরি করা হবে।"

এই ধারাতেও উল্লেখ করা হয়নি যে বাদী কোলকাতার টিটাগড়ে তার কারখানায় এই ওয়াগন তৈরি করবে।

১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২ নম্বর বিবাদী ২০১৬-র ৭ ডিসেম্বর একের পর এক ১০০টি কন্টেনার ভর্তি ওয়াগন তৈরি ও সরবরাহের জন্য বাদীকে নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু বাদী ও ২ নং বিবাদীর মধ্যে হওয়া আদানপ্রদানের কোনও খবর ১ নং বিবাদিকে দেওয়া হয় নি।মামলার বাদী ও বিবাদীর মধ্যে একটি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত চালান 'টিটাগড় ওয়াগন এএফআর'-এর নামে তৈরি করা হবে এবং তা ১৪০ রু ডি ইউ প্যারাডিস ৫৯৫০০ দোয়াই ঠিকানায় পাঠানো হবে।

শ্রী সাহা ভারতীয় চুক্তি আইনের ২১৮, ২২৬, ২৩০ এবং ২৩১ ধারার উপর নির্ভর করেছিলেনঃ

"218." মূলধনের জন্য প্রাপ্ত অর্থ প্রদান করা এজেন্টের দায়িত্ব। (২) উক্তরূপ হ্রাসকরন সাপেক্ষে, এজেন্ট তার হিসাবে প্রাপ্ত সকল অর্থ তার প্রধান পক্ষকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন।

226. এজেন্টের চুক্তি বলবৎ করা এবং তার পরিণতি.একজন এজেন্টের মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং এজেন্টের কাজ থেকে উদ্ভূত বাধ্যবাধকতাগুলি একইভাবে কার্যকর করা যেতে পারে, এবং এর একই আইনি পরিণতি থাকতে পারে, যেন চুক্তিগুলি করা হয়েছে এবং প্রধান পক্ষের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে করা হয়েছে।

230. এজেন্ট ব্যক্তিগতভাবে তা প্রয়োগ করতে পারে না এবং প্রধান পক্ষের সপক্ষে চুক্তিতে বাধ্য হতে পারে না।(১) এই মর্মে কোন চুক্তি না থাকলে, কোন এজেন্ট তার প্রধান পক্ষের সপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে তার দ্বারা সম্পাদিত চুক্তিটি বলবৎ করতে পারবে না, অথবা তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার দ্বারা বাধ্যও হবেন না।

এর বিপরীত চুক্তি অনুমান।(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে এইরূপ চুক্তি বিদ্যমান বলে গণ্য হবে, যথাঃ -

(১) যেক্ষেত্রে কোন এজেন্ট কর্তৃক বিদেশে বসবাসকারী কোন বণিকের জন্য পণ্য ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়

(২) যেখানে এজেন্ট তার প্রিন্সিপালের নাম প্রকাশ করে না (৩) যেখানে প্রিন্সিপালের নাম প্রকাশিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না।

২৩১। এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির পক্ষগুলির অধিকার প্রকাশ করা হয়নিঃ- যদি কোনও এজেন্ট এমন কোনও ব্যক্তির সাথে চুক্তি করেন যার জানা নেই বা সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই যে তিনি একজন এজেন্ট, তবে তার প্রিন্সিপালের চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হতে পারে তবে অন্য চুক্তিকারী পক্ষের প্রিন্সিপালের বিপরীতে একই অধিকার রয়েছে যা এজেন্টের বিরুদ্ধে তার ছিল যদি এজেন্ট প্রিন্সিপাল হতেন।

যদি চুক্তিটি সম্পন্ন হওয়ার আগে প্রধান পক্ষ নিজেকে প্রকাশ করেন, তবে অন্য চুক্তিকারী পক্ষ চুক্তি পূরণ করতে অস্বীকার করতে পারে, যদি তিনি দেখাতে পারেন যে চুক্তির প্রধান পক্ষ

কে ছিলেন, বা যদি তিনি জানতেন যে এজেন্ট প্রধান পক্ষ ছিলেন না, তবে তিনি চুক্তিতে প্রবেশ করতেন না।

শ্রী সাহা পেশ করেছেন যে, বিবাদী নং ২ পরবর্তী চুক্তির ভিত্তিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে বাদীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছিল এবং তাই চুক্তি আইনের উপরোক্ত বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের চুক্তির ভিত্তিতে বাদীর তার দাবি ১নং বিবাদীর বিরুদ্ধে কার্যকর করার অধিকার রয়েছে।

বর্তমান মামলায় ২ নম্বর বিবাদীর সঙ্গে ১নং বিবাদী যে চুক্তি হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন শর্ত নেই যে, বাদী ২নং বিবাদী এজেন্ট এবং বাদী ১ নম্বর বিবাদীকে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করবে।বাদী এবং ১নং বিবাদী পক্ষের মধ্যে অথবা ১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে কোনো নথি বা পত্র বিনিময় নেই।যে বাদী ২নং বিবাদী পক্ষের এজেন্ট এবং বাদী ওয়াগন প্রস্তুত ও সরবরাহ করবেন, এইরূপে শ্রী সাহা কর্তৃক উল্লিখিত বিধানাবলী বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য নয়।

মিঃ সাহা (২০০৩) এসসিসি অনলাইন কলকাতা ১৪০ (বেলভিউ ক্লিনিক এবং অন্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য)-এ প্রকাশিত রায়টি উল্লেখ করেছেন যেখানে এই আদালতের সমন্বয় বেঞ্চ বলেছেঃ

"১৬. বর্তমান মামলায়, এই আদালতের সামনে উপস্থাপিত নথিগুলি প্রমাণ করে যে এই বিশেষ দলিলটি বিদেশী অঞ্চল থেকে কোলকাতায় ১নং বাদীর এলাকাধীন আবাসে, ৬নং বিবাদীর সাথে বাদী নং ১-এর প্রদত্ত নির্দেশের ভিত্তিতে এসেছে।তাই ১ নম্বর আবেদনকারীর অনুরোধে মেশিনটি বিদেশ থেকে কোলকাতায় আনা হয়েছে।এই মুহূর্তে, আমরা এই লেনদেনকে এমন একটির সাথে গুলিয়ে ফেলবো না যেখানে ৬নং বিবাদী, নিজেই যন্ত্রটি আমদানি করেছে এবং পরবর্তীতে বাদী নং ১, বিবাদী নং ৬ এর থেকে এই যন্ত্রটি এমনভাবে ক্রয় করেছে যেন এটি কোনও ডিলারের দোকান থেকে কিনেছে।

পরবর্তী ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ১ নং বাদীর এই বিশেষ মেশিন বা ৬ নং বিবাদীর শো-রুমে সাজানো অন্য যেকোন মেশিন থেকে একটি বেছে নেওয়ার বিকল্প রয়েছে।কিন্তু বর্তমান মামলায়, বিদেশী প্রস্তুতকারক এই নির্দিষ্ট যন্ত্রটিকে ১ নং আবেদনকারীর আবাসে সরবরাহের জন্য চিহ্নিত করেছেন যা স্বয়ং বহন করার বিল (Bill of lading) থেকে প্রতিফলিত হবে।

মি থ্যাকার ২০১৩-র ৯ এসসিসি ৩২ (স্বস্তিক গ্যাস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড) মামলার রায়ের ওপর নির্ভর করেছেন যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছেঃ

"৩১। বর্তমান মামলায়, আবেদনকারী এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন না যে কারণ দর্শানোর কিছু অংশ কোলকাতায় উদ্ভুত হয়েছে। আবেদনকারী যা বলেছেন তা হল, জয়পুরেও মামলার কারণের কিছুটা উদ্ভব হয়েছে এবং তাই, রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা কোন মনোনীত বিচারপতির ১১ নম্বর ধারার আওতায় সালিশকারী নিয়োগের জন্য আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করার এক্তিয়ার রয়েছে।১৯৯৬ সালের আইনের ধারা ১১ (১২) (বি) এবং ২ (ই) ধারা অনুসারে(যা ধারা ২০(সি)এর সাথে পঠিত হবে) এই বিষয়টি রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা মনোনীত কোন বিচারপতির এক্তিয়ারভুক্ত সে বিষয়ে কোনও

সন্দেহ নেই।প্রশ্ন হ'ল, চুক্তির ১৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী পক্ষগুলি কি জয়পুরের আদালতগুলির এক্তিয়ারকে বাদ দিতে সম্মত হয়েছে নাকি অন্য কথায়, চুক্তির ১৮ নম্বর ধারার পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এক্তিয়ারকে বাদ দেওয়া হয়েছে?

৩২. উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য, আমাদের চুক্তিতে এক্তিয়ার ধারার প্রভাব দেখতে হবে যার বলে চুক্তিটি কোলকাতার আদালতের এক্তিয়ার সাপেক্ষে হবে।এটা সত্য যে, চুক্তিতে এক্তিয়ারের ধারা দেওয়ার সময় 'একলা', 'শুধুমাত্র', একচেটিয়া' বা 'একচেটিয়া এখতিয়ার' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়নি।কিন্তু আমাদের দৃষ্টিতে, এটি সিদ্ধান্তমূলক নয় এবং এটি কোনও বস্তুগত পার্থক্য তৈরি করে না।এই চুক্তিতে ১৮ নম্বর ধারা যুক্ত করার মাধ্যমে উভয় পক্ষের অভিপ্রায় স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন যে, কোলকাতার আদালতগুলির এক্তিয়ার থাকবে, যার অর্থ হল, শুধুমাত্র কোলকাতার আদালতগুলির এক্তিয়ার থাকবে।কারণ চুক্তির ১৮ নম্বর ধারার মতো এক্তিয়ার সংক্রান্ত ধারা রচনার ক্ষেত্রে 'ইউনিউস ইএসটি এক্সক্লুশন আল্টারিয়াস (একত্ববাদ) ' অভিব্যক্তিটি কার্যকর হয়, কারণ এর বিপরীত কিছু ইঙ্গিত করার কিছু নেই।এই আইনী প্রবাদের অর্থ হ'ল – একের অভিব্যক্তির অর্থ অন্যকে বাদ দেওয়া।এই চুক্তি কোলকাতার আদালতের এক্তিয়ার সাপেক্ষে, এই বিধান করে পক্ষগুলি অন্য আদালতের এক্তিয়ারকে বাদ দিয়েছে।

যেখানে চুক্তিতে নির্দিষ্ট স্থানে আদালতের এক্তিয়ার নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এ ধরনের আদালতগুলির বিষয়টির বিচার করার এক্তিয়ার রয়েছে, সেখানে আমরা মনে করি যে একটি অনুমান করা যেতে পারে যে পক্ষগুলি অন্যান্য সমস্ত আদালতকে বাদ দিতে চেয়েছিল।চুক্তি আইনের ২৩ নম্বর ধারায় এ ধরনের কোনও দফা নেই।এই ধারা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এবং এটি জননীতির বিরুদ্ধেও নয়।এতে চুক্তি আইনের ২৮ নম্বর ধারা কোনোভাবেই লঙিঘত হয় না।

৩৪. উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে পারি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এই রায়ে (স্বস্তিক গ্যাস (পি) লিমিটেড বনাম ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০০৮-এর ৪৯ নম্বর সিভিল আরবিট্রেশন অ্যাপ্লিকেশন, ১৩-১০-২০১১-এর (রাজ)) কোনও আইনি ত্রুটি নেই।তাই, খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ ছাড়াই সিভিল আপীলটি খারিজ করা হয়।আবেদনকারী ১৯৯৬ সালের আইনের ১১ নং ধারার আওতায় কলিকাতা হাইকোর্টে প্রতিকার চাইতে পারবেন।"

বর্তমান মামলায় ১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।চুক্তিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১০০টি ফ্ল্যাট গাড়ির উৎপাদন ও বিক্রির জন্য বগিজ মেট্রিক রুট (ওয়াগন) থাকবে এবং এগুলি ভারতের কলিকাতায় অবস্থিত টিটাগড় কার্স এএফআর-এ তৈরি করা হবে।এই সমস্ত তথ্য সত্ত্বেও ২ নম্বর বিবাদী পক্ষ এই মর্মে সম্মত হয়েছিল যে, চুক্তিটি ফরাসী আইনের আওতায় পড়ে এবং যদি উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও সৌহার্দ্যপূর্ণ মীমাংসায় পৌঁছানো না যায়, তা হলে প্যারিসের বাণিজ্যিক আদালতে বিচারিক উপায়ে এই মতবিরোধের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট রায় দেওয়া হবে।

অভিযোগপত্রে উল্লেখিত প্রার্থনা অনুযায়ী, বাদী ১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রি চেয়ে আবেদন করেছেন এবং অভিযোগপত্রে উল্লেখিত অভিযোগ অনুযায়ী, এই আদালতের এক্তিয়ারের

মধ্যে ১ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে কিভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।অভিযোগপত্রের ৩০ অনুচ্ছেদে বাদী অভিযোগের কারণ দেখিয়েছেন, যে বাদীর নিবন্ধিত কার্যালয় কোলকাতার ১১৩, পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত, কিন্তু কোলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অভিযোগের কারণ কিভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে তার কোনও এখতিয়ার নেই।

২ নম্বর বিবাদীর ভুলের কারণে ১ নম্বর বিবাদী পক্ষ ২ নম্বর বিবাদীর চুক্তি বাতিল করে দেয় এবং ২ নম্বর বিবাদী পক্ষ ১ নম্বর বিবাদীর বিরুদ্ধে প্যারিসের বাণিজ্যিক আদালতে এই চুক্তি বাতিলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।বাদীপক্ষ এও স্বীকার করেছেন যে, ২ নম্বর বিবাদী ফ্রান্সে দেউলিয়া হওয়ার আওতায় রয়েছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই আদালত দেখেছে যে বাদীর তৈরি করা মামলা অনুযায়ী ১ নম্বর বিবাদী এবং ২ নম্বর বিবাদী হল ফ্রান্সের উপযুক্ত আইন অনুযায়ী গঠিত কোম্পানি।এবং ২ নম্বর বিবাদী পক্ষ চুক্তি সম্পাদনের সময় ফোরাম সিলেকশন ক্লজের জন্য সম্মত হয়েছিল এবং এই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে কোনও কারণ উত্থাপিত হয় নি।

তদনুসারে, ১৮৬৫ সালের লেটারস পেটেন্টের ১২ ধারার অধীনে বাদীকে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি বাতিল করা হয়, ফলস্বরূপ ২০১৯ সালের সিএস নং ২৫৮ এর সাথে সম্পর্কিত বাদীর দায়ের করা অভিযোগটি সমস্ত নথিসহ বাদীর কাছে ফেরত দেওয়া হয়।

২০২০-র জি. এ. ২ কে মঞ্জুর করা হল।।

(কৃষ্ণ রাও, বিচারপতি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.